দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 4 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবিতে ঐতিহ্য বজায় রেখে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না

অ্যাটর্নি জেনারেলকে প্রধান বিচারপতি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বলেন, অতীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যারা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করতেন তাদেরকেই শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হতো। কিন্তু এখন আর সেটি হচ্ছে না। এটা অ্যালার্মিং। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানিকালে অ্যাটর্নি জেনারেলের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি এসব কথা বলেন।

গত বছরের ২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) দর্শন বিভাগে দুজন প্রভাষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনকারীদের যোগ্যতা চাওয়া হয় এসএসসি ও এইচএসসিতে সিজিপিএ-৫ এর মধ্যে ন্যূনতম ৪ দশমিক ২৫। আবেদনকারীদের মধ্য থেকে ৩২ জনের নাম ও যোগ্যতা উল্লেখ করে ৮ ডিসেম্বর বিবরণী প্রকাশ করা হয়। সেখান থেকে যে দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়, তাদের মধ্যে খন্দকার তোফায়েল আহমেদ শর্ত পূরণ করতে পারেননি; তার সিজিপিএ ৩ দশমিক ১৯। কিন্তু সিজিপিএর শর্ত পূর্ণ করে ৩২ জনের তালিকার শীর্ষে থাকলেও এইচ এম মিরাজ সৌরভকে নিয়োগ দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নিজের নিয়োগ চেয়ে এবং খন্দকার তোফায়েলের নিয়োগ চ্যালেঞ্জ করে গত ৩০ জানুয়ারি হাইকোর্টে রিট করেন মিরাজ। গত ২৫ জুলাই তোফায়েলের নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয় হাইকোর্ট। এই রায় স্থগিত চেয়ে আবেদন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানিতে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম বলেন, বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর আবেদনকারীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নির্বাচন করা হয়। ওই নির্বাচিতদের মধ্য থেকে দু'জনকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। ওই শিক্ষক এসএসসিতে ৫টি মার্কস কম পেয়েছে। ফলে ন্যূনতম যে সিজিপিএ থাকার কথা তা ছিল না। এ পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, এটা আপনি কি বলছেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতে দায়িত্ব পালনকারী একজন ভাইস-চ্যান্সেলরের সময় পর্যন্ত ঐতিহ্য বজায় রেখে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন সেটি অনুসরণ করা হচ্ছে না। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'তোফায়েলকে ক্লাস নিতে দেওয়া হচ্ছে না। এ কারণে হাইকোর্টের রায় স্থগিত হওয়া দরকার। পরে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় স্থগিতের আবেদনের ওপর 'নো অর্ডার' দেন। এর ফলে তোফায়েলের নিয়োগ অবৈধ করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল থাকল বলে জানান আইনজীবীরা। রিট আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন আইনজীবী সগীর আনোয়ার।